(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
রাজস্ব (এসএ) শাখা

জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ শাহগীর আলম জেলাপ্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
সভার তারিখ	১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা- ১২:১৫ টা
স্থান	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন । অত:পর সভার কার্যপত্র পাঠ করে শুনানো হয়। আলোচনার প্রাক্কালেই অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জানান যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ১৪২৯ বাংলা সনে ০৩(তিন)টি বালুমহাল যথাক্রমে ০১) মোগড়া পূর্ব বালুমহাল, আখাউড়া, ০২) কেদেরখোলা বালুমহাল, নবীনগর এবং ০৩) চরলালপুর বালুমহাল ইজারা প্রদান করা হয়। ১৪২৯ বাংলা সনে ইজারাকৃত ০৩টি বালুমহাল হতে মোট ১০,২১,৫৩,৫৫০/- (দশ কোটি একুশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ইজারালব্দ অর্থ যথা নিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। আগামী ১৪৩০ বাংলা সনে ইজারা প্রদানের জন্য ইজারাযোগ্য বালুমহাল ক্যালেন্ডারভুক্ত করার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপনের জন্য রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে অনুরোধ জানানো হয়।

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ও সদস্য সচিব, জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ঘোষিত মোট ০৯টি বালুমহাল হতে নীতিমালা অনুযায়ী আগামী ১৪৩০ বাংলা সনের ইজারাযোগ্য বালুমহাল ০৫টি যথা (০১) মোগড়া পূর্ব বালুমহাল, আখাউড়া, ০২) কেদেরখোলা বালুমহাল, নবীনগর, ০৩) চরলালপুর বালুমহাল, আশুগঞ্জ, ৪) সোহাগপুর-বাহাদুরপুর, আশুগঞ্জ এবং ৫) জয়কালিপুর, বাঙ্গারামপুর। তন্মধ্যে ১৪৩০ বাংলা সনের জন্য (০১) মোগড়া পূর্ব বালুমহাল, আখাউড়া, ০২) কেদেরখোলা বালুমহাল, নবীনগর, ০৩) চরলালপুর বালুমহাল, আশুগঞ্জ এই ০৩টি বালুমহাল ইজারা প্রদান করা যেতে পারে। ইজারাযোগ্য ০৩টি বালুমহালের সরকারি মূল্য নির্ধারণক্রমে বালুমহালের তালিকা বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম মহোদয় বরাবর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার বিধান/ বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অপর ০২টি বালুমহালের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে বিদ্যমান বালু মহালের বিষয়ে বিস্তারিত মতামত ব্যক্ত করার আহ্বান জানানো হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আশুগঞ্জ বলেন যে, আশুগঞ্জ উপজেলাধীন সোহাগপুর-বাহাদুরপুর বালুমহালটির একপাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা যেমন আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড ও আশুগঞ্জ বাজার রয়েছে। এছাড়াও নদীর মাঝে জেগে উঠা চরসোনারামপুরে প্রায় ৪৮০টি গরীব জেলে পরিবার অবস্থান করাসহ একটি বৈদ্যুতিক টাওয়ার বিদ্যমান রয়েছে। আবেদিত ভূমি হতে বালু উত্তোলন করা হলে মেঘনা নদীর স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে চরসোনারামপুর এলাকাটি বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। এছাড়া আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (APSCL) এর স্থাপনা ঝুঁকিতে পড়তে পারে, ফলশ্রুতিতে আশুগঞ্জ শহরটি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে।।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাঞ্ছারামপুর বলেন যে, বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত জয়কালিপুর পশ্চিম বালুমহাল ইজারা বাতিল করার বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৮৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ ক্যাপ্টেন (অব:) জনাব এ বি তাজুল ইসলাম মহোদয়ের ডিও পত্রের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জেলাপ্রশাসক মহোদয় কর্তৃক অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব), ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে আহবায়ক করে গঠিত ০৪ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির ২০/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত বালুমহালে প্রকৃতপক্ষে বালু না থাকায় উক্ত বালুমহালটি ক্যালেন্ডার বহির্ভূত রাখা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী বালুর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপঅন্তে বালু উত্তোলনের উপযোগী হলে বালুমহালটি ইজারার নিমিত্ত ক্যালেন্ডারভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাঞ্ছারামপুর কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদনের সাথে একমত পোষণপূর্বক জয়কালিপুর পশ্চিম বালুমহালটি ক্যালেন্ডার বহির্ভূত রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

বালুমহাল হতে বালু উত্তোলনের সময় ও বালু রাখার স্থান নির্ধারণ করার বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জানান যে, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এর ৫(ঙ) বিধি অনুযায়ী এ বিষয়টি জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সভাপতি মহোদয় বলেন, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এর ১০(১১) অনুচ্ছেদে জেলা কমিটি ইজারামূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বালুর পরিমাণ, বাজারমূ্ল্য, উত্তোলন ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক অথবা পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় ইজারামূল্যের সাথে ১০% মূল্য বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট বালুমহালের ইজারা মূল্য নির্ধারণ করবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তাই যেসব বালুমহাল বিগত তিন বছর ইজারা প্রদান করা হয়েছে, সে সব বালুমহাল বিগত তিন বছরের গড় ইজারামূল্যের সাথে ১০% মূল্য বর্ধিত করে সরকারি ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা যায় । তিনি আরও বলেন যে, বালুমহালগুলোর পার্শবর্তী নদীর তীর ভাঙ্গন ও ফসলি জমি বিলীন হওয়া প্রতিরোধ এবং জনমনে অসন্তোষের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সার্বক্ষণিক নিবিড় তদারকি করবেন । যে সব বালুমহালে পর্যাপ্ত বালু নেই সে সব বালুমহাল ইজারা বর্হিভূত রাখা যেতে পারে মর্মে সদস্যগণ মত পোষণ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত- ১: বাঞ্ছারামপুর উপজেলাধীন জয়কালিপুর বালুমহাল এবং আশুগঞ্জ উপজেলাধীন সোহাগপুর-বাহাদুরপুর বালুমহাল ০২টিতে পর্যাপ্ত বালু না থাকায় এবং উক্ত বালুমহালসমূহ ইজারা প্রদান করা হলে নদীর পাড় বিলিন হওয়ার আশংকা থাকায় ১৪৩০ বাংলা সনে ইজারা প্রদানের নিমিত্ত ক্যালেন্ডারভুক্ত না করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-২: ইজারাযোগ্য বালুমহালের বিগত তিন বছরের গড় মূল্যের সাথে ১০% মূল্য বৃদ্ধি করে ইজারামূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৩: ইজারাকৃত বালুমহাল হতে ভোর ০৬ টা হতে সন্ধ্যা ০৬ পর্যন্ত বালু উত্তোলন করতে হবে। বালুমহাল ইজারার পর সংশ্লিষ্ট ইজারাদার স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনাক্রমে বালু রাখার স্থান নির্বাচন করবেন।

সিদ্ধান্ত-৪: প্রতিটি বালুমহালের দরপত্র ফরম ও নির্দেশনাবলী ১০০০/-(এক হাজার) টাকায় বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-৫: বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ এর ৯(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অত্র জেলার ১৪৩০ বাংলা সনে

নিম্নবর্ণিত বালুমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে বালুমহালের তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম মহোদয় বরাবর প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৪৩০ বঙ্গাব্দে ইজারাযোগ্য বালুমহালের তালিকা নিম্নরুপ:

ক্র নং	বালুমহলের নাম	মৌজার নাম ও আয়তন	১৪৩০ বাংলা সনে সরকারি ইজারামূল্য	মন্তব্য
১	মোগড়া পূর্ব বালুমহাল, আখাউড়া	রাজধরগঞ্জ, ধর্মনগর, মোগড়া, নীলাখাত, নোয়াপাড়া, বচিয়ারা, খলাপাড়া, ছয়ঘরিয়া, জয়নগর, আয়তন-৪০ একর	৭,০৯,৩৩৫/-	১৪২৯ পর্যন্ত ইজারা চলমান
২	চরলালপুর বালুমহাল, আশুগঞ্জ	চরলালপুর, আয়তন- ২৫ একর	৬,০৭,২০,০০০/-	১৪২৯ পর্যন্ত ইজারা চলমান
৩	কেদেরখোলা বালুমহাল, নবীনগর	কেদেরখোলা পশ্চিম, আয়তন- ২০ একর	৫,৮২,০০০০০/-	১৪২৯ পর্যন্ত ইজারা চলমান

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ শাহগীর আলম
জেলাপ্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

স্মারক নম্বর: ৩১.৪২.১২০০.০১২.২৮.০০১.২৩.২৪৪

তারিখ: ৭ ফাল্গুন ১৪২৯
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) জনাব ....., মাননীয় সংসদ সদস্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া- ..... ও উপদেষ্টা, জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
৩) বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
৪) পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপুর্ত বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮) উপ-পরিচালক, জেলা পরিবেশ অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৯) পরিচালক, পরিচালক-এর দপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
১০) উপ- পরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন) ,প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ , মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
১১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... উপজেলা (সকল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১২) জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৩) উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক(বউপ), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিচালক, নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর, নারায়ণগঞ্জ

১৪) উপ-পরিচালক ও বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ-ভৈরব নদী বন্দর, বিআইডব্লিওটিএ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

১৫) সহকারী কমিশনার (ভূমি), ...(সকল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

১৬) সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার অনুরোধসহ)

১৭) জনাব ....., ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মোঃ শাহগীর আলম
জেলাপ্রশাসক